তপু খান

নাট্যনির্মাতা থেকে চলচ্চিত্রনির্মাতা

ছোট পর্দার পরিচিত নাম তপু খান। এক যুগের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন শোবিজ অঙ্গনে। নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত অর্ধ যুগের বেশি সময় ধরে। গত ঈদে নাম লিখিয়েছেন বড় পর্দায়। শাকিব খানকে সঙ্গে নিয়ে নির্মাণ করেছেন 'লিডার আমি বাংলাদেশ' সিনেমা। তার সম্পর্কে জানাচ্ছেন শিশির।

তপু খানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ঢাকাতে। মিরপুরের পল্লবী ও সাভারে কেটেছে শৈশবের দিনগুলো। ছোটবেলা থেকেই মিডিয়াতে কাজ করার প্রবল ইচ্ছে ছিল। শৈশব থেকেই খেলাধুলার প্রতি বাড়তি আগ্রহ ছিল না। কৈশোর বয়স থেকেই বই পোকা ছিলেন। পাশাপাশি দেখতেন অসংখ্য সিনেমা। দেশের ও দেশের বাহিরের লেখকদের নানান ধরনের বই পড়েছেন তিনি। বই পড়তে পড়তে নিজের মধ্যে স্বপ্ন বুনেন, একদিন বইয়ের পাতার গল্পগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরার। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন তিনি। সিনেমা নির্মাণের শর্ট ফরম্যাট বলা যায় নাটককে; সেজন্য শুরুতে নাটক নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।

নির্মাণের নেশায় সমবয়সীদের সঙ্গে একটা গ্রুপ তৈরি করেন তিনি। সকলে মিলে একসাথে শর্ট ফিল্ম বানানোর ভাবনা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। সালটা ২০০৮। পরিচয় হয় নির্মাতা সাইফুল রুবেলের সঙ্গে। নির্মাণ শেখাটা শুরু এখান থেকেই। সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করলেন তপু খান। শোবিজ অঙ্গনে নিজের পথচলা এভাবেই। সহকারী পরিচালক হিসেবে একসঙ্গে লম্বা একটা সময় কাজ করেছেন তিনি। তানভীর হোসেন প্রবালের সঙ্গেও সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করা হয়েছে তার। শেখার জায়গাটা তৈরি হয় এখান থেকেই। এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমির ফিল্মবিষয়ক নানান বই এনে পড়েছেন তিনি।

নির্মাতা হিসেবে তপু খানের প্রথম কাজ ২০১৫ সালে। বাংলাভিশন টিভিতে 'অ-এর গল্প' নাটকের ১৫১তম পর্বটি পরিচালনা করেছিলেন তিনি। তারপর বিজ্ঞাপন নির্মাণ করেছেন বেশ কিছু। নির্মাতা হিসেবে তপু খানের শুরুটা এভাবেই। ছোটপর্দায় ২০১৫ সালে 'কোর্ট ম্যারেজ' নাটক নির্মাণের মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে তপু খানের। নিয়াজ মোর্শেদের লেখা নাটকে অভিনয় করেছিলেন মোশাররফ করিম ও অপর্ণা ঘোষ। কমেডি ঘরানার নাটকটি বেশ প্রশংসিত হয়। এরপর আফজাল হোসেন ও নুসরাত ইমরোজ তিশাকে নিয়ে নির্মাণ করলেন 'প্রাক্তন' নামের নাটক। সিনিয়র-জুনিয়রের কাব্যিক প্রেম দেখা যায় নাটকটিতে। এরপর সম্পূর্ণ রোমান্টিক ঘরানার নাটক 'তুমি মানে তোমার চলে যাওয়া' নির্মাণ করলেন আমিন খান ও অপর্ণা ঘোষকে নিয়ে। তিনটি তিন ঘরানার নাটক দর্শক বেশ পছন্দ করলো। সকলে বলতে শুরু করে, তিনি ভার্সেটাইল গল্প নিয়ে কাজ করেন। কেননা প্রথম তিনটি নাটক বেশ আলোচনার সৃষ্টি করে দর্শক মহলে। তিনটি নাটক সকলের প্রশংসা কুড়ানোর পর দেশের বরেণ্য শিল্পীরা তপু খানের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে পোষণ করেন। এরপর তপু খানের শুধু ছুটে চলা। অনেক দর্শকপ্রিয় নাটক উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। দুই শতাধিক নাটক নির্মাণ করেছেন তপু খান। এখন পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞাপন ও মিউজিক ভিডিও বানিয়েছেন। নাটক, টিভিসি, ওভিসি, ওয়েব কনটেন্ট সব মিলিয়ে প্রায় চার শতাধিক কনটেন্ট-এর নির্মাতা তিনি।

২০১৭ সালে 'অ্যাডমিশন টেস্ট' নামে একটি ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করেছিলেন তপু খান। ইউটিউব প্লাটফর্মে এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম ওয়েব সিরিজ। বেশ আলোচনায় আসে সিরিজটি। টয়া, জোভান, তামিম মৃধা, জাকি আহমেদ জারিফ সহ আরো অনেকে কাজ করেছিলেন সিরিজটিতে। প্রথম সিজনে তিনজন ছাত্র দেশের কোথাও ভর্তি হতে পারেনি তা নিয়ে গল্প আগায়। তুমুল জনপ্রিয়তা লাভের পর দেশের বাইরে গিয়ে ভর্তির গল্প নিয়ে 'অ্যাডমিশন টেস্ট টু ফরেন স্টুডেন্ট' নামের আরেকটি সিরিজ নির্মাণ করেন। নিজের নির্মাণের পাশাপাশি তরুণ নির্মাতাদের কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন প্রযোজক আসনে বসে। অনেক তরুণ নির্মাতার প্রথম নাটক

নির্মাণ হয়েছে তার হাত ধরে। নিঃসন্দেহে এজন্য প্রশংসার দাবিদার নির্মাতা তপু খান।

সিনেমার জন্য এবছর ঈদে কোনো নাটক নির্মাণ করেত পারেননি তিনি। জানালেন বিস্মিত করার মতো এক তথ্য। তিনি বললেন, আমি ঈদে রিলিজ পাওয়া প্রায় সব নাটক দেখেছি। যাদের কাজ ভালো লেগেছে তাদের কাজগুলো নিয়ে লিখেছি। ৫০-৬০টা নাটক আমি শেয়ার করে সবাইকে দেখতে বলেছি। যে কেউ আমার ফেসবুকে গেলে দেখতে পাবে তা। এছাড়াও আমি নতুনদের মধ্যে যাদের কাজ দেখে অনেক ভালো লেগেছে তাদেরকে আমি কল দিয়ে প্রশংসা করেছি। নাম্বার না থাকলে যোগাড় করে কল করেছি। আমি জানি একটা শেয়ার, একটা কল, একটা প্রশংসার কথা একজন তরুণকে কতটা অনুপ্রাণিত করে। আমি এবারের ঈদেও এই কাজটা করবো।

অর্ধযুগের বেশি সময় ছোট পর্দায় হাত পাকিয়ে গত ঈদে 'লিডার: আমিই বাংলাদেশ' সিনেমা নির্মাণ করে বড় পর্দায় পরিচালক হিসেবে অভিষেক হয় তপু খানের। প্রথম সিনেমাতেই তিনি কাজ করেছেন ঢালিউডের সুপারস্টার খ্যাত অভিনেতা শাকিব খানকে নিয়ে। ঢাকাই সিনেমার সবচেয়ে বড় তারকাকে নিয়ে কাজ করে পেয়েছেন বড় সফলতা। পেয়েছেন দর্শকদের প্রশংসা। হল সংকটের মাঝেও তার নির্মিত সিনেমাটি ১০০টি হলে মুক্তি পেয়েছিল। সিনেমা নির্মাণের ভাবনা আসলো কিভাবে তা নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সিনেমা নির্মাণ করার স্বপ্ন নিয়েই তো এখানে কাজ করতে আসা। সবসময়ই ভাবনা ছিল বড় পর্দায় নিজের কাজ দর্শক দেখবে। তবুও যদি বলতে হয় কিভাবে ভাবনা আসলো তবে বলতেই হয়, ২০১৬ সালে মোস্তফা কামাল রাজ ভাইয়ের নির্মিত শাকিব খান অভিনীত 'সম্রাট' সিনেমাটি দেখেছিলাম। সেবছর একই সাথে শাকিব খানের 'শিকারি' সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল। বড় পর্দায় শাকিব খানকে দেখে মনে হয়েছে সিনেমা নির্মাণ করলে তাকে নিয়েই করবো। আর একটা বিষয়, করোনা মহামারীর সময় দীর্ঘদিন ঘরবন্দি থাকা অবস্থায় পরিকল্পনা করেছিলাম এই যাত্রায় বেঁচে গেলে নিজের জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে সিনেমা নির্মাণের; তা সফল করবো। তারপর গল্পটা শাকিব খানকে জানাই। তিনি রাজি হোন। এরপরের গল্পটা সকলের জানা। শুরুতে শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কিছুটা হেজিটেশন কাজ করছিল। কিন্তু যেদিন তার সাথে আমার দেখা হলো, আমি গল্প শেয়ার করলাম, সেদিন থেকে তিনি আমার সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। আসলে তার কাছে যেয়ে বুঝতে পেরেছি তিনি সাগরের মতো একজন মানুষ। সাগরের যেমন ভালো-খারাপ সবকিছু আছে, তার মধ্যেও আছে। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তার মতো সিরিয়াস আর্টিস্ট আমি এখন পর্যন্ত পাইনি।

ছোট পর্দার নির্মাতারা বড় পর্দায় গেলে আর

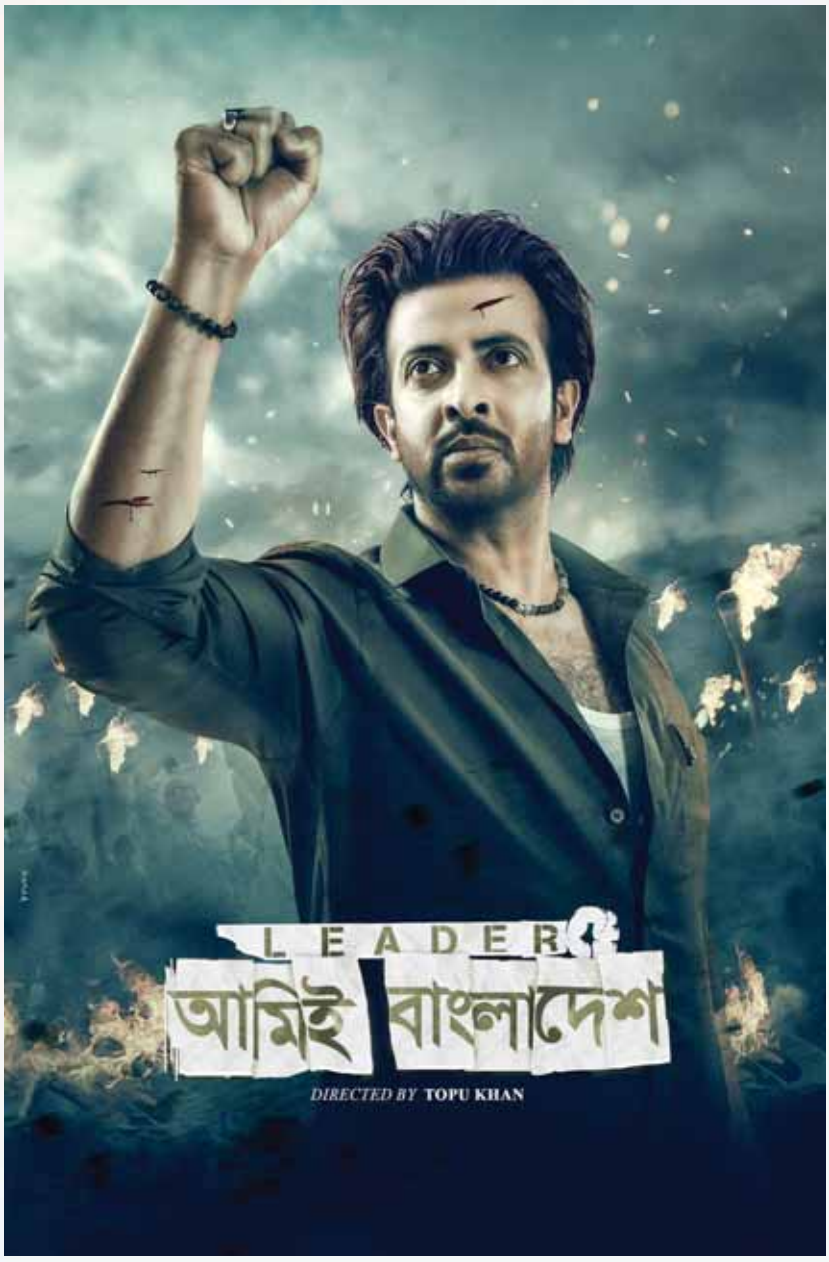

নাটক নির্মাণ করে না। আপনার ক্ষেত্রে কি ঘটবে সে সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পরিচালক হচ্ছে গল্পের ফেরিওয়ালা। নিজের গল্পটা তিনি যেকোনো মাধ্যমে বলতে পারেন। নাটক, সিনেমা কিংবা বিজ্ঞাপন। নিজের গল্পটা বলাই মুখ্য। নাটক হচ্ছে আমার শেখার জায়গা। আমি নাটক নির্মাণে থাকবো, হারিয়ে যাবো না। নতুন সিনেমার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রথম সিনেমা সফলতার পর আমি হুটহাট কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ৮-১০টা সিনেমা নির্মাণের প্রস্তাব পেয়েছি। সেখান থেকে ৩-৪টা সিনেমা নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আলাপ আলোচনা চলছে। কারো সঙ্গে কথা চূড়ান্ত হয়নি এখনো। দর্শক ও ইন্ডাস্ট্রি যেটায় লাভবান হবে সেটা নিয়েই কাজ করতে চাই। নতুন কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, পরবর্তী সিনেমার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি। আমি টেলিভিশনে বেশ কিছু অনুষ্ঠান প্রযোজনা করি সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত। 'বেলামে' বিস্কুটের সঙ্গে একটা কাজ করা হচ্ছে। 'গল্পটা আমাদের' শিরোনামের পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করছি।

নির্মাতা তপু খান নিজের নির্মাণশৈলী দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেছেন। গল্প বলায় নিজস্ব ভঙ্গিমা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। নিজের প্রতিভার জানান দিয়েছেন প্রতিটি কাজে। সামনের দিনে অতীতে নির্মাণের ভুলগুলো শুধরে ভালো কাজ উপহার দিবেন এটাই প্রত্যাশা।